Fortnightly, Ahmadi,
December, 1952.

Reg. No. D. A.—142

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

নব পর্য্যায়
৫ম বর্ষ, ১৯ সংখ্যা

পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমনে আহমদীয়ার মুখপত্র।

ডিসেম্বর, ১৯৫২ইং; অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩৫৯ বাং; নবুয়ত, ও ফতেহ্‌, ১৩৩১ হিঃ সাঃ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على عبده المسيح
الموعود خدا کے فضل و رحم کے ساتھ هوا الناصر

## অমৃতবাণী

[ হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) ]

অনুবাদক—মোহাম্মদ আলী আনোয়ার

### প্রথম পালা শত্রুদের, শেষ পালা খোদার নবীর

আবাহমান কাল হইতে অভিষিক্ত ও মনোনীত—বরগুজিদা ব্যক্তিগণের সহিত আল্লাহ্‌ তা'লার চিরাচরিত প্রথা এই যে, তাঁহাদিগকে বিপদাবলীর ভীষণ ঘুর্ণিবায়ুতে নিপতিত করা হয়। তাঁহারা অতল তলে নিক্ষিপ্ত হন নিমজ্জনের জন্য নয়—'ওয়াহদাৎ' বা একত্ববাদীতার অতল গর্ভ হইতে মুক্তা উত্তোলনের জন্য, তাঁহারা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হন—দগ্ধ হওয়ার জন্য নয়, খোদা-তা'লার কুদরত, শক্তি ও মহিমা প্রকাশের জন্য। তাঁহাদের সহিত ঠাট্টা করা হয়। সর্ব্বোপায়ে উৎপীড়িত হন এবং সব রকম তাঁহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হয়। সন্দেহ ক্রমেই বাড়িতে থাকে। অনেকেই মনেও করিতে পারে না যে, তাঁহারা সত্যবাদী। যাহারা তাঁহাদিগকে কষ্ট দেয় এবং তাঁহাদিগকে অভিশাপ করে, তাহারা মনে মনে ভাবে যে, তাহারা বড়ই 'সাওয়াবের' কাজ করিতেছে।

কিছুকাল পর্য্যন্ত এইরূপ চলিতে থাকে। সেই অভিষিক্ত, বরগুজিদা পুরুষ মানব স্বভাব সুলভ কোন সঙ্কোচ বোধ করিলে খোদা-তালা এই বলিয়া সান্ত্বনা দেন যে, "পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ন্যায় 'সবর' কর। আমি তোমার সঙ্গেই আছি। আমি শুনি, আমি দেখি।" তিনি ধৈর্য্য ধারণ করেন। পরিশেষে, নিয়তি চরমে পৌছে। তখন আল্লাহ্‌ তালার 'গয়রত' উদ্বোলিত হয় এবং ঐশী-জ্যোতির বিকীরণ একবার মাত্র হইয়া শত্রুদিগকে খণ্ড-বিখণ্ডে পরিণত করে। প্রথম পালা শত্রুদের, শেষ পালা হয় তাঁহার।

### কিয়ামত পর্য্যন্ত জমাতে আহ্‌মদীয়া বিজয়ী থাকিবে

এক কাশ্‌ফে আমি দেখিয়াছি, আমার সম্মুখে এক ফেরেস্তা। সে বলিতেছে, লোকেরা ফিরিয়া যাইতেছে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" সে আরবীতে উত্তর করিল, "আমি এক এককের নিকট হইতে আসিয়াছি।" আমি তাহাকে একটি নির্জ্জন স্থানে লইয়া যাইয়া বলিলাম, "লোকেরা ফিরিয়া যাইতেছে। তুমিও কি ফিরিয়াছ নাকি?" তখন সে বলিল, আমি ত আপনার সঙ্গেই আছি।" অতঃপর, সেই অবস্থা অতিক্রম করিল। কিন্তু এসকলই মধ্যবর্ত্তী অবস্থা।

পরিণামের জন্য নির্দ্ধারিত যাহা, তাহা এই যে বারম্বার।'এল্‌হাম'' ও 'মোকাশাফাত' দ্বারা—যাহা সহস্রে সহস্রে উপনীত হইয়াছে এবং যাহা প্রভাকরের ন্যায় উজ্জ্বল—খোদা-তালা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি আমাকে বিজয় প্রদান করিবেন এবং আমার জমাত কেয়ামত পর্য্যন্ত শত্রুদের উপর প্রবল থাকিবে। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি শক্তিশালী আক্রমণ সমহ দ্বারা আমার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল এল্‌হাম লিখিবার কারণ, এখনই কেহ তাহাদিগকে গ্রহণের জন্য নহে—বরং লিখিবার কারণ এই যে, সকল বিষয়েরই সময় ও মৌসুম থাকে।

সুতরাং, যখন এই সকল এল্‌হাম আত্ম-প্রকাশের সময় আসিবে,তখন এই লিখা সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হৃদয় সমূহে অধিকতর ইমান, সান্ত্বনা ও একীন উৎপন্ন করিবে। ('আলহাকাম' ৬ই মার্চ্চ ১৮৯৮)

# প্রতিধ্বনি

[ আল্লামা জিল্লুর রহমান ]

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

এখন আমাদের দেখা উচিৎ মুসলমান জাতি ধর্ম্মে উদাসীন হইয়াছে কি না কিংবা ধর্ম্মে উদাসীন হইবার আশংকা আছে কি না। যদি আশংকা থাকিয়া থাকে বরং ভীষণ ভাবে 'ধর্ম্মে উদাসীনতা' রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে "আল্লাহতালা আর কখনও কোন রসুল পাঠাইবেন না" বলা আল্লাহতালার চীর প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে কাফেরের উপরোক্ত কথারই যে প্রতিধ্বনি, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

## ৭ম কারণ

"কোন রসুল না পাঠাইয়া আমরা আজাব পাঠাই না, আর আমরা যখন কোন বস্তিকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করিব আমরা ইহার সম্পদ শালী লোকদিগকে দুষ্কর্ম্ম করিতে ছাড়িয়া দিব, যখন তাহাদের অপরাধ ধার্য্য হইবে, তখন আমি তাহাদিগকে পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করিয়া দিব।" —বনী ইস্রাইল ২ রুকু

"তোমার প্রভু (আল্লাহতালা) বস্তিসমূহকে ধ্বংস করেন না যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাদের কেন্দ্রস্থলে কোন রসুল না পাঠান, যিনি আমার নিদর্শন সকল তাহাদের নিকট পাঠ করেন; আর আমি বস্তিসমূহকে ধ্বংস করি না—বস্তিবাসীগণ যখন অত্যাচারী হয়—সেই অবস্থা ব্যতিরেকে।" —কছছ রুকু ৬

এই দুইটি আয়াতেই আল্লাহতালা অতি পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন যে তিনি যখন পাপ কলুষিত কোন বস্তি বা বস্তি সমূহ অথবা বস্তিবাসী-দিগকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন, ধ্বংস লীলা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে লোকদিগকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য রসুল পাঠাইয়া থাকেন, আর তখন সম্পদশালী দুষ্কর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিগণ আরও প্রবল ভাবে দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়ে, আর চীরন্তন নিয়ম অনুসারেই তাহারা দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া ধ্বংসের মুখ্য কারণ উপস্থিত করে, তখন আল্লাহতালা সেই বস্তি বা বস্তিবাসীগণকে ধ্বংস করিয়া দেন। আর আল্লাহতালা কোন বস্তি বা বস্তিবাসীগণকে ধ্বংস করিবার পূর্ব্বে কোন পুণ্য ভূমিকে কেন্দ্র করিয়া তাহাতে রসুল পাঠাইয়া থাকেন, সেই রসুল লোকদিগকে আল্লাহতালার নিদর্শন সকল বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে সংশোধন করিতে ও বাঁচাইতে চেষ্টা করেন, তবুও যখন বস্তিবাসীগণ অত্যাচার ও অনাচার হইতে বিরত হয় না, তখন অত্যাচার অনাচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় আল্লাহতালার আজাব আসিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেয়।

বর্ত্তমানে আমাদের এই যুগে যেরূপ ভীষণভাবে ধ্বংসলীলা আরম্ভ হইয়াছে, সারা দুনিয়া খোদার গজবে পড়িয়া ছাড়খাড় হইতে চলিয়াছে, যে ভাবে এই আজাব বিভিন্ন আকারে সারা বিশ্ব ব্যাপীয়া বিশ্বকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ঐতিহাসিকযুগে আর কখনও এরূপ হইয়াছে বলিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বড় দেখা যায় না। ইহা দেখিয়া কোরানের প্রত্যেকটি কথার প্রতি যাহাদের ইমান আছে, তাহারা বলিতে পারে না যে এতবড় আজাব আসিবার পূর্ব্বে আল্লাহতালা কোন রসুল পাঠান নাই, বস্তি ও বস্তিবাসীগণকে সাবধান না করিয়াই ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। অতএব আজাব আসিবার পূর্ব্বে সাবধান করা নবী আগমণের অন্যতম কারণ। সুতরাং এই উম্মতের জন্য যদি "মাগজোব আলাইহিম" অর্থাৎ গজব প্রাপ্ত হইবার আশংকা থাকিয়া থাকে বরং গজব আসিয়া পড়িয়া থাকে তাহা হইলে মনে করিতে হইবে নবী আসিবার আশাও আছে বরং আসিয়াই গিয়াছে মনে করিতে হইবে। আল্লার গজব দেখিয়া নবীর তালাস করা মোমেনের কাজ "হে রসুল এস ফিরে" মোমেন-হৃদয়েরই ধ্বনী হইতে পারে, "আর কখনও রসুল আসিবে না" বলা কাফেরদের কথারই প্রতিধ্বনি।

## ৮ম কারণ

"আমরা সুসংবাদ দাতা ও সাবধানকারীরূপেই রসুলগণকে পাঠাইয়া থাকি।" —কাহাফ রুকু ৮

এই আয়াতে আল্লাহতালা দুর্ব্বল শিষ্টলোকদিগকে তাহাদের উন্নতির শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং দুষ্কৃতি পরায়ণ প্রবল লোকদিগকে সাবধান করিবার জন্য রসুল পাঠাইয়া থাকেন বলিয়া বলিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ দুষ্ট লোকগণ যখন জগতে প্রবল হইয়া উঠে, ধর্ম্ম পরায়ণ শিষ্ট লোকগণ যখন ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে, তখন আল্লাহতালা একদিকে দুষ্ট প্রবল পরাক্রান্ত লোকদিগকে ধ্বংস করিবার সাবধান বানী ও ভীতি প্রদর্শন করেন, এবং ভীত সন্ত্রস্ত দুঃর্ব্বল লোকদিগকে রক্ষা করিবার ও নিরাপদ করিয়া দিবার অভয় বানী ও শান্তনা বানী প্রদান করেন এবং অদূর ভবিষ্যতে বিজয়ের শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করেন। অধর্ম্মের প্রভাবের যুগে আল্লাহতালা স্বীয় রসুল পাঠাইয়া ভিরু সন্ত্রস্ত শান্তশিষ্ট ধর্ম্মপ্রাণ লোকদিগকে অভয়বানী ও শান্তনা প্রদান না করিলে তাঁহারা বাঁচিবে কি করিয়া?

এই কথাই আল্লাহতালা কোরাণ শরীফে অন্যত্র ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছেন—

"তোমাদের মধ্যে যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং ভাল কাজ করিয়াছে তাহাদের সঙ্গে আল্লাহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে তাহাদিগকে খেলাফত প্রদান করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণকে দান করিয়াছিলেন এবং তাহাদের ধর্ম্মকে দৃঢ় করিয়া দিবেন—যে ধর্ম্মকে আল্লাহতালা তাহাদের জন্য পসন্দ করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে ভীত হওয়ার পর নিরাপদ করিয়া দিবেন; তাহারা আমরই এবাদত করিবে কাহাকেও আমার শরীক করিবে না অতঃপর যাহারা কুফ্‌র করিবে তাহারাই দুষ্কৃতি পরায়ণ।" —সুরা নূর রুকু ৭

এই আয়াতে আল্লাহতালা মুসলমানদের সঙ্গে এক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তি উম্মতগণের মত এই উম্মতের মধ্যেও আল্লাহতালা খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করিবেন, আর মুসলমানগণ যখন ধর্ম্মে শিথিল হইয়া পড়িবে তখন তাহাদের ধর্ম্মকে দৃঢ় করিয়া দিবেন এবং দুষ্ট লোকদের প্রবল হওয়ার দরুণ যখন মুসলমানগণ ভীত হইয়া পড়িবে তখন তাহাদের ভয় দূর করিয়া

তাহাদিগকে শাস্তনা প্রদান করিবেন। আল্লাহতালা কোন খলিফা পাঠাইলে দুষ্কৃতি পরায়ণ লোকগণ কুফ্‌র করিবে, আর যাহারা আল্লার প্রেরিত খেলাফতকে মানিয়া লইবে তাহারা আল্লাহর সঙ্গে কাহাকেও শরীক করিবে না এবং আল্লারই এবাদত করিবে।

এই আয়াতে আল্লাহতালা অতি সুস্পষ্ট ভাবেই ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছেন যে মুসলমানগণ ধর্ম্মে শিথিল ও দুষ্ট লোকদের প্রভাবে ভীত হওয়ার পর তাহাদিগকে ধর্ম্মে মজবুত করিবার জন্য ও ভবিষ্যৎ বিজয়ের সুসংবাদ দ্বারা অভয় বা শান্তনা প্রদান করিবার জন্য খেলাফত প্রতিষ্ঠা করিবেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতগণের মত খেলাফত বলিতে হজরত মুসা আঃএর উম্মতের মধ্যে যেমন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সেই রকম খেলাফত বুঝায়। মুসা আঃ এর উম্মতের মধ্যে মুসা আঃ এর খলিফারূপে বহু নবী আসিয়াছিলেন, সুতরাং এই উম্মতে ও হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা ছাঃএর খলিফা রূপে নবী আসিবার কথাই বলা হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। "নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফত কায়েম করিবেন শেষ যুগে, এই কথাও আঁ হজরত ছাঃ স্বয়ং বলিয়াছেন। আল্লাহতালা নবী পাঠাইয়াই নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফত কায়েম করিয়া থাকেন। অতএব এই উম্মতে মহাম্মদিয়াতে যে মোহাম্মদ মুস্তফা ছাঃএর খলিফারূপে নবী আসিবেন এবং পুনঃ নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফত কায়েম হইবে ইহাতে কোন মোমেন সন্দেহ করিতে পারে না!

বর্তমান জমানায় যদি দুষ্ট লোকেদের প্রভাবের দরুণ শান্তিপ্রীয় শিষ্ট মোসলমান ভীত হইয়া থাকে, আর ধর্ম্মের দিক্ দিয়া ও যদি মুসলমান শিথিল ও কমজোর হইয়া থাকে, তাহাদিগকে ধর্ম্মে দৃঢ় ও অভয় বাণী প্রদান করিয়া শান্তির আশ্বাস বাণী দিবার জন্য নবী আগমণের এক অপরিহার্য্য কারণ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব মুসলমানগণ নবী আসারই আশা করিতে পারে, "আর কখনও কোন নবী আসিবে না" বলা কাফেরদেরই প্রতিধ্বনী।

নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফতের কথা যে আঁ হজরত ছাঃ বলিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"নোমান বিনবশীর হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হুজাইফা বলিয়াছেন, রছুলুল্লাহ ছাঃ বলিয়াছেন তোমাদের মধ্যে যতদিন আল্লাহ চাহেন নবুয়ত থাকিবে তারপর আল্লাহতালা ইহা উঠাইয়া লইবেন, তারপর কর্ত্তনকারী রাজত্ব কায়েম হইবে, যতদিন আল্লাহ চাহেন ইহা থাকিবে তারপর ইহাও আল্লাহ উঠাইয়া লইবেন। তারপর জবরদস্তির রাজত্ব কায়েম হইবে, যতদিন আল্লাহ চাহেন ইহাও থাকিবে তারপর ইহাকেও আল্লাহ উঠাইয়া লইবেন তারপর নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফত কায়েম হইবে।"

—মিশকাত

এই হাদীছে স্বয়ং আঁহজরত ছাঃ যে খেলাফত কায়েম করিয়া গিয়াছিলেন অর্থাৎ খেলাফতে রাশেদা, ইহকেই নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফত বলা হইয়াছে এবং এই হাদীছেই শেষ যুগে পুনঃ নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফত কায়েম হইবার ভবিষ্যদ্বানী করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে আঁহজরত ছাঃ এর কোন খলিফা নবী হইয়া আসিয়া পুনঃ নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফত কায়েম করিবেন, মিসকাত শরীফের সমপাদক এই হাদীছের নিচে নোট দিয়াছেন যে

"নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফত কায়েম হওয়া যে মাহদী এবং ইসা আলাই হেচ্ছালামের জমানায় হইবে, এই মর্ম সুস্পষ্ট।"

অত এব আঁহজরত ছাঃ এর খলিফারূপে ইমাম মাহদী ও ইসানবিউল্লাহ আঃ এর আগমণ আঁহজরত ছাঃ এর আগমনেরই প্রতিধনী। আর "আর কখনও কোন রসুল বা নবী আসিবেনা বলা কাফেরদের কথারই প্রতিধনী। কোরান শরীফে এই কথাকে কাফেরদের কথা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, আর গোমরাহীর কারণ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছে,—অতএব কাফেরদের এই কথার প্রতিধ্বনী করা মোমেনদের জন্য কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারেনা।

## সার মর্ম্ম

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কোরান শরীফের যে সমস্ত আয়াতের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে পরিকার ভাবেই প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত কারণে আল্লাহতালা নবী বা রসুল পাঠাইয়া থাকেন উল্লিখিত ৮ আটটি কারণ তন্মধ্যে অন্যতম। এই আটটি কারণের প্রত্যেকটিই উম্মতে মোহম্মদিয়াতে বিদ্যমান আছে, অতএব উম্মতে মোহম্মদীয়াতে ও নবী আসা অবশ্যম্ভাবী; সংক্ষেপে পুনঃ এই আটটি কারন নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ে পরস্পর বিদ্বেষের দরুন মতভেদ উপস্থিত হইলে তাহার মিমংসা করা।

২। আল্লার নিদর্শন সকল বর্ণনা করিয়া আল্লার অস্তিত্ব সপ্রমান করা।

৩। নবী গনের পূত পবিএ আদর্শ চরিত্র পেশ করিয়া লোকগনের চরিত্রের কলুষ দুর করিয়া চিত্বশুদ্ধি করা।

৪। ধর্ম্ম গ্রন্থের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও শিক্ষা উঠিয়া গেলে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা দান করা, ও প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা জাতির সংস্কার করা ও বিকৃত ব্যাখ্যা হইতে ধর্ম্ম গ্রন্থকে উদ্ধার করা।

৫। ধর্ম্ম সম্বন্ধিয় শিক্ষা মনস্তাত্বিক বিশে্ষন দ্বারা ধর্ম্মিয় শিক্ষাকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা।

৬। বহুদিন নবী না আসার দরুন লোকগন যখন গাফিল অর্থাৎ উদাসীন হইয়া পড়ে তখন লোকগন যেন এই আপত্তি করিতে না পারে যে নবী না আসার দরুন আমরা গাফিল হইয়া পড়িয়াছিলাম, এইরূপ আপত্তির খণ্ডন এবং লোকদের গাফিলাত দুর করা।

৭। আজাব পাঠাইয়া ধ্বংস করার পূর্ব্বে সাবধান করা।

৮। ভীত সন্ত্রস্ত শিষ্ট লোকদিগকে রক্ষা করিবার ও বিজয়ের অভয়বানী প্রদান করা। এতদ্ব্যতিত—কোরান শরীফ ও ছহি হাদিছে বিভিন্ন স্থলে নবী আগমণের ভবিষদ্বানী পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে ইসানবীউল্লাহ ইমাম মাহদী আঃ এর আগমন সকল মুসলমান স্বীকার করিয়া থাকেন কিন্তু তবু তাহারা কেন যে কাফেরদের এই কথার প্রতিধ্বনী করেন—'আল্লাহ আর কখন কোন রসুল পাঠাইবেন না' বুদ্ধির অগম্য; তবে কোরান শরীফের "খাতামুন্নবীয়ীন" ও হাদীছের "লা—নবীয়াবাদী"র ভ্রান্ত ব্যাখ্যা যদি কাহাকে এই ভ্রান্তিতে ও পরস্পর বিরোধি মতের মধ্যে ফেলিয়া থাকে তাহা হইলে আমি এইরূপ প্রত্যেক হকতলব ব্যক্তিকে এই অনুরোধ করিব যে তাঁহারা যেন আরবী ভাষায় বহুপ্রচলিত এই শব্দটির ব্যবহার দেখিয়া-লন "খাতামুলআওলিয়া" "খাতামুল মুহাজেরীন" "খাতামুলমুফাছেছরীন" "খাতামুল মুহাদ্দেছীন" "খাতামুল মুহাক্কেফীন", "খাতামু স্বুয়ারা ইত্যাদি খাতাম শব্দের বহুল ব্যবহার দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে উপরোক্ত বাক্য গুলির মত "খাতামুন্নবীয়ীন" শব্দ ও শ্রেষ্টতম নবী অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। আর লা নবীয়াবাদী সম্বন্ধে সতন্ত্র ভাবে এই সংখ্যায় আলোচনা হইয়াছে।

# লা-নবীয়া বাদী

[ আল্লামা জিল্লুর রহমান ]

মুসলমানদের সমাজের মধ্যে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও ঈসা নবীউল্লা আঃ এর আগমনের প্রতীক্ষা বহু দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। আখেরী জমানায় ইমাম মাহদী মসিহে মাউদ আসিবেন এই কথা সকল মুসলমানই স্বীকার করিয়া থাকেন। আর তাঁ হজরত ছাঃ এর পর আর কোন নবী আসিবে না এই কথাও সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। "আল্লার নবী ঈসা আঃ আসিবেন" আর "আমার পর কোন নবী আসিবে না" এই দুইটা পরস্পর বিরোধী কথা তাঁ হজরত ছাঃ বলিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না, তবে যখন ছহী হাদীছের কিতাবগুলিতে এই দুই রকমের উক্তিগুলিই লিপিবদ্ধ হইয়াছে তখন ইহার অর্থ বুঝিতে কোথাও ভুল হইয়াছে, এই কথা স্বীকার করা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা, মুসনাদে ইমাম আহমদ হাম্বল ইত্যাদি ছহী হাদীছের কিতাবগুলিতে আসিয়াছে।

১। "অতঃপর আল্লার নবী ঈসা আগমণ করিবেন" ইত্যাদি।
—মুসলিম ও ইবনে মাজা

২। "আল্লার নবী ঈসা ও তাঁহার আছহাবগণ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবেন" ইত্যাদি। —মুসলিম ও ইবনে মাজা

৩। "যখন আল্লাহতালা ওহি করিবেন হে ঈসা! .....

৪। কেমন হইবে তোমাদের অবস্থা যখন ঈসা ইবনে মরিয়ম তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের ইমাম হইয়া নাজিল হইবেন।"
—বুখারী ও মুসলিম

৫। "যার হাতে আমার জীবন আমি সেই আল্লার কছম খাইয়া বলিতেছি—অচীরে ইবনে মরিয়ম ন্যায় বিচারক মিমাংশাকারী হইয়া তোমাদের মধ্যে নাজিল হইবেন, তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিবেন, শূকর প্রকৃতি বিশিষ্ট কতিপয় লোক হত্যা করিবেন, যুদ্ধ কর উঠাইয়া দিবেন এমন ধন দান করিবেন যাহা কেহ গ্রহণ করিবে না। —বুখারী

৬। "অচীরেই তোমরা ন্যায় বিচারক মিমাংশাকারী ইমাম মাহদী রূপে ঈসা ইবনে মরিয়মকে দেখিতে পাইবে।" —মুসনাদ ইমাম আহমদ হাম্বল

এই সমস্ত এবং এই মর্ম্মের বহু হাদীছ ছিহা ছিত্তা এবং অন্যান্য হাদীছের কিতাবগুলিতে পাঠ করিয়া কেহই বলিতে পারে না যে আঁ হজরত ছাঃ এর পর আর কোন নবী কখনও আসিবেন না। তবে আঁ হজরত ছাঃ এর কোন কথা বুঝিতে ভুল করিয়া লোকে এই রকম পরস্পর বিরোধী ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বিচিত্র নহে। এই প্রকারের ভুল করিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাঃ বলিয়াছেন—

৭। "আঁ হজরত ছাঃকে খাতামুল আম্বিয়া বল পরন্তু তাঁহার পর আর কোন নবী নাই এই কথা বলিও না।" —তাকমেলা মাজমাউল বেহার

অতএব আমাদিগকে দেখিতে হইবে—যে সকল হাদীছের মর্ম্ম বুঝিতে এই প্রকারের ভুল হইতে পারে সেই হাদীছগুলির প্রকৃত মর্ম্ম কি? কোথায় কোন প্রসঙ্গে আঁ হজরত ছাঃ কি বলিয়াছেন এবং হাদীছে উল্লিখিত শব্দগুলির বা কি অর্থ হইতে পারে? "বাদ" শব্দটিরই বা কি কি অর্থে ব্যবহার হইতে পারে? আলোচ্য হাদীছেই বা কি অর্থে ব্যবহার হইয়াছে.....!

## যে সমস্ত হাদীছের ভুল অর্থ করিয়া পরস্পর বিরুধী ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল

১। "আঁ হজরত ছাঃ তবুকের যুদ্ধে রওয়ানা হইলেন এবং আলী রাঃকে খলিফা নিযুক্ত করিলেন, তখন হজরত আলী বলিলেন আপনি কি আমাকে ছেলেদের এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে খলিফা করিতেছেন? তখন আঁ হজরত ছাঃ বলিলেন আমার অনুপস্থিত কালের জন্য কোন নবী নাই বটে কিন্তু যে রকম মর্য্যাদা মুসার পক্ষ হইতে হারুণ লাভ করিয়াছিল তুমি কি আমার পক্ষ হইতে সেই রকম মর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকিতে রাজি নহ?"
—বুখারি কিতাব গাজওয়ায়ে তবুক

এই হাদীসে আঁ হজরত ছাঃ পরিষ্কার বলিয়াছেন যে হজরত মুসা আঃ যেমন তুর পর্ব্বতে যাইবার সময় হজরত হারুণকে খলিফা করিয়া গিয়াছিলেন এই রকম তবুক যুদ্ধে যাইবার সময় নিজের অনুপস্থিত কালের জন্য হুজুর আঃও হজরত আলী রাঃকে খলিফা করিয়া যাইতেছেন, হজরতের এই অনুপস্থিত কালের জন্য তখন কোন নবী ছিল না, থাকিলে হয়ত নবীকেই তিনি খলিফা করিয়া যাইতেন। এই রকম একজন নবীর খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়া আর একজন নবীর পক্ষেও অবাঞ্ছনীয় নহে, মুছা ও হারুণের দৃষ্টান্তে আঁ হজরত ছাঃ হজরত আলী রাঃকে ইহাই বুঝাইয়াছেন।

কোরাণ শরীফেও হজরত মুসা আঃ এর উক্তিতে তাঁহার অনুপস্থিত কালের জন্য 'বাদ' শব্দই ব্যবহার হইয়াছে। "আমার (বাদ) অনুপস্থিতিতে তুমি বড় মন্দ খেলাফত করিয়াছ" —আল আরাফ রুকু ৮

অতএব আলোচ্য হাদীছে আঁ হজরত ছাঃ যে 'বাদী' শব্দটি "আমার অনুপস্থিত কালে" অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে দ্বিমত করিবার কোনই উপায় নাই!

২। আর একটি হাদীসের অর্থ করিতে ভুল করিয়া এই মনে করা হইয়া থাকে যে আঁ হজরত ছাঃ এর পর আর কখনও কোন নবী আসিবে না তাহা এই—

"আঁ হজরত ছাঃ বলিয়াছেন বনী ইস্রাইল জাতিকে নবীগণই শাসন করিতেন, যখনই কোন নবী মারা যাইতেন, আর এক নবী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন, আমার পরে কোন নবী নাই খলিফাগণ হইবেন এবং বহু খলিফা হইবেন।" —মিশকাত কিতাবুল ইমামত

এই হাদীসে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে আঁ হজরত ছাঃ বনী ইস্রাইল জাতির সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেছেন যে বনী ইস্রাইল জাতির মধ্যে যেমন একজন নবী মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন নবী তাঁহার খলিফা

হইতেন, আমার মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন নবী খলিফা হইবে না বরং আমার পর নবুয়ত ছাড়াই বহু খলিফা হইবেন। এখানে আঁ হজরত ছাঃ এই কথা বলেন নাই যে আমার পর সব খলিফাই নবুয়ত বিহীন হইবেন; বহু খলিফা নবুয়ত বিহীন হইবেন বলাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে বহু খলিফার পর আবার এমন খলিফাও হইবেন যিনি আল্লার প্রত্যাদিষ্ট নবী হইবেন। নতুবা "বহু" কথার কোনই অর্থ হয় না, সব খলিফাই যদি নবুয়ত বিহীন হইবার কথা হইত, তাহা হইলে বহু কথা দ্বারা সীমা বদ্ধ করিবার দরকার হইত না।

আঁ হজরত ছাঃ এর অন্য একটি হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করিলে আলোচ্য হাদীছের এই মর্ম্ম আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, হাদীছটি এই—

"তোমাদের মধ্যে যতদিন আল্লাহ চাহেন নবুয়ত থাকিবে, অতঃপর আল্লাহতালা নবুয়ত উঠাইয়া লইবেন, তারপর আল্লাহতালা নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তারপর কিছুদিনের জন্য কাটাকাটির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, অতঃপর ইহাও আল্লাহতালা উঠাইয়া লইবেন, তারপর অত্যাচারী রাজত্ব কায়েম হইবে, কিছুদিন পর আল্লাহতালা ইহাও উঠাইয়া লইবেন তারপর আবার নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফত কায়েম হইবে।"

—মিশকাত বাবুল ইন্জার ও ত্বাহজীর

এই হাদীছে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফত রছুলে করীম ছাঃ এর অব্যবহিত পর একবার কায়েম হইয়াছিল, তারপর ক্রমে কাটাকাটির রাজত্ব ও অত্যাচারী রাজত্ব কায়েম হইবে তারপর আবার শেষ যুগে নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফত কায়েম হইবে বলিয়া আঁ হজরত ছাঃ ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছেন, "নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফত" বলিতে আঁ হজরত ছাঃ নবীর অব্যবহিত পর যে খেলাফত আল্লার তায়ীদে কায়েম হয় তাহাকেই বুঝাইয়াছেন, আলোচ্য হাদীছে আঁ হজরত ছাঃ নিজের অব্যবহিত পরে খেলাফতকে "নবুয়তের প্রণালীতে" খেলাফত বলিয়াছেন। অতএব নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফত পুনঃ কায়েম হইবার কথার মধ্যে আখেরী জমানায় পুনঃ কোন নবীর আগমনেরই ইঙ্গিত রহিয়াছে, উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যাকারী বলিয়াছেন— "নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফত" ঈসা আঃ ও মাহদীর জমানায় কায়েম হইবে।

অতএব আলোচ্য হাদীছে আঁ হজরত ছাঃ বনীইস্রাইলের সঙ্গে তুলনা করিয়া যে কথা বলিয়াছেন তাঁহার পরিষ্কার অর্থ এই যে বনী ইস্রাইলের মধ্যে যেমন একজন নবী মারা গেলে আর একজন নবী সঙ্গে সঙ্গেই—তাঁহার অব্যবহিত পরই তাঁহার স্থলে খলিফা হইত আমার উম্মতে এরূপ হইবে না। অর্থাৎ আমার অব্যবহিত পরেই কোন নবী খলিফা হইবে না বরং বহু গয়র নবী খলিফা হইবে, তারপর খেলাফত বিকৃত হইয়া কর্ত্তনকারী ও অত্যাচারী রাজত্বে পরিণত হওয়ার পর আবার নবী আসিলে পর নবুয়তের প্রণালীতে খেলাফত কায়েম হইবে। আঁ হজরত ছাঃ এর এই পরিষ্কার উক্তি পাঠ করিয়া এই কথা বলা যে আর কখনও এই উম্মতে কোন নবী আসিবে না বলা মারাত্মক ভুল।

৩। আর একটি হাদীছের অর্থ করিতে ভুল করিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে আঁ হজরত ছাঃ এর পর আর কোন প্রকারের কোন নবী কখনও আসিবে না তাহা এই—

"আমার উম্মতে ত্রীশজন মিথ্যাবাদী হইবে, তাহাদের প্রত্যেকেই মনে মনে করিবে যে সে আল্লার নবী অথচ আমার 'বাদ' কোন নবী নাই, আমি খাতামুন্নবীয়ীন, আমার উম্মত সর্ব্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কেহ কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না যতদিন পর্য্যন্ত না আল্লার হুকুম আসিয়া পড়িবে।"

—মিশকাত কিতাবুল ফিতান

বুখারি শরিফের এক রেওয়ায়েতে এই হাদীছটি এই ভাবে আসিয়াছে—

"কেয়ামত কায়েম হইবার পূর্ব্বে প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জাল আসিবে, তাহাদের প্রত্যেকেই মনে করিবে যে সে আল্লার রসুল।"

—বুখারী বাব আলামাতুন্নবুওয়ত ফিল ইসলাম

বুখারী শরিফের এই বর্ণনায় প্রায় ত্রিশজনের কথা বলা হইয়াছে, আর "লা-নবীয়াবাদী" কথাটা নাই।

যাহা হউক আলোচ্য হাদীছে 'বাদ' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার হইয়াছে তাহা দেখিতে হইবে; এই হাদীছের শেষাংসে "যতদিন পর্য্যন্ত না আল্লার হুকুম আসিয়া পৌছিবে" এই কথার মর্ম্ম কি? আল্লার হুকুম কি ভাবে আসিবে। আল্লার হুকুম ত নবীগণের মারফতই আসিয়া থাকে। কোরাণ শরীফে আসিয়াছে "আল্লার হুকুম আসিয়াছে অতএব তাড়াতাড়ি করিও না, তিনি তাহারা যে শরীক করিতেছে ইহা হইতে উর্দ্ধে, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তাহার কাছে আপন অহী সহ ফেরেস্তাদিগকে নাজেল করেন যেন মানুষকে সাবধান করেন যে আমার তাক্ওয়া কর" (সুরা নহল) এই আয়াতে আল্লার হুকুম লইয়া আল্লার নবী আসার কথাই বলা হইয়াছে। অতএব এই হাদীছে আল্লার হুকুম আসার কথার মধ্যে যে নবী আসার কথাই বলা হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর 'বাদ' শব্দটি আরবী ভাষায় সব সময়ই 'পর' অর্থে ব্যবহার হয় না। কোরাণ শরীফে আসিয়াছে "আল্লার বাদ এবং আল্লার নিদর্শন সমূহের বাদ আর কোন্ কথাকে বিশ্বাস করিবে?"

সুরা জাছিয়া ১ম রুকু

এই আয়াতে আল্লার 'বাদ' অর্থ যে আল্লার বিরুদ্ধে এই কথা সকলই স্বীকার করিতে বাধ্য, কারণ সময় বা কালের দিক দিয়া আল্লার কোন 'পর' নাই তিনিই আদি তিনিই অনন্ত, অনন্ত আল্লার 'পর' কেহই কল্পনা করিতে পারে না, আল্লার 'বাদ' কথার অর্থ আল্লার বিরুদ্ধে ছাড়া আর কোন অর্থই হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত 'বাদ' শব্দ 'ব্যতীত' 'ছাড়া' অর্থেও ব্যবহার হইয়াছে কোরাণ শরীফে আসিয়াছে "সেই ব্যক্তি গোঁওয়ার তাছাড়া সে জারজ।"

—সুরা কলম ১ম রুকু

অতএব কোরাণ শরীফের উল্লিখিত দুইটি আয়াতেই যথাক্রমে বিরুদ্ধে ও ব্যতিরেকে অর্থে 'বাদ' শব্দটি ব্যবহার হইয়াছে। এই রকম আঁ হজরত ছাঃও নিজ হাদীছে 'বাদী' শব্দটি 'আমার বিরুদ্ধে' অর্থ ব্যবহার করিছেন। ইতিহাসজ্ঞ

( ৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

# অভিভাষণ

[ হুরন্নেছা বেগম ]

প্রিয়া ভগ্নি গণ!

অদ্য অধিবেশনে আমি আপনাদের খেদমতে 'লাজ্না ইামাইল্যা' কমিটির উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতা সম্বন্ধে কতিপয় আলোচনা করিব। আশাকরি ভগ্নিগণ মনোযোগ সহকারে আলোচ্য বিষয়গুলির প্রতি কর্ণপাত করতঃ নিজ নিজ জীবনকে আদর্শরূপে গঠন করিতে যত্নবান হইবেন।

আপাততঃ প্রত্যেক জিলায়, প্রত্যেক মহকুমায় এবং প্রত্যেক মহল্লায় মহল্লায় 'লাজনা ইামাইল্যা' কমিটি গঠন করিবার জন্য হুজুর কঠোর ভাবে আদেশ দিয়াছেন, এবং সেই আদেশ অনুসারে প্রত্যেক আহমদী ভগ্নিগণেরও লাজনা'য় যোগদান করা একান্ত ফরজ। যদিও আমি কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকা সত্বেও নানারূপ অসুখ বিসুখে লিপ্ত থাকায় কয়েকবার 'লাজনা'য় যোগদান করিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমি নিজেই দুঃখিত।

'লাজন' কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য কি? এবং এই কমিটি হইতে কিরূপ উপকার এবং অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইতে পারে এ সম্বন্ধে অনেকেই ভালরূপ অবগত নহেন, এইজন্য বর্ত্তমান ১৯৫২ ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি আমরা 'লাজনা' কমিটি করিয়া আসিতেছি কিন্তু বিশেষ ভাবে উন্নতি করিতে পারি নাই। যদি বাস্তবিকই আমাদের অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে 'লাজনা'র উন্নতি ও কার্য্য সম্প্রসারণের প্রতি সকলের আসক্তি জন্মাইত। জগতে কোন বড় অনুষ্ঠান বা সভা সমিতি বহু লোকের সহানুভূতি ব্যতীত একাকী সম্পাদন করা যায় না। ফলতঃ আমরা যে 'লাজনা' কমিটি করিয়া আসিতেছি তাহাতে কমিটির উদ্দেশ্যের অনুপাতে এমন কোন কাজ পরিলক্ষিত হয় নাই, যদ্বারা সকলের মন কমিটির প্রতি আকর্ষিত হইতে পারে! যাহারা এখানকার স্থায়ী অধিবাসী ও 'আহমদী' ইচ্ছা করিলে অনায়াসে 'লাজনা'য় যোগদান করিতে পারেন। তাঁহারা কখনও 'লাজনা'য় যোগদানে অবহেলা করিবেন না আশাকরি। অবহেলার একমাত্র কারণ 'লাজনা'র কাজের সঙ্গে তাহাদের মনের কোন যোগ নাই; মানুষ যে কোন ভাল কাজই করুক না কেন তাহার প্রধান কর্ত্তব্য আরব্ধ কাজের সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিকতার সহিত নিজের জীবনকে সেই কাজের আদর্শ অনুযায়ী সুন্দর ভাবে গঠন করা; যেন তাহার কর্ম্ম পদ্ধতি ও সুন্দর জীবন, নিয়মানুষ্ঠান এবং আচার ব্যবহার দেখিয়া জনসাধারণ সেই কর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

জীব জগতে আল্লাহতালা একমাত্র মানুষকেই সকলের শ্রেষ্ঠরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন! সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জীবনকেই সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্যই হুজুরের আদেশ অনুযায়ী 'লাজনা' কমিটি কায়েম করা হইয়াছে। যেন প্রত্যেক আহমদী নারী ও তাহার সন্তান সন্ততিগণ এই কমিটি হইতে মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ স্বরূপ ইসলাম ও আহমদী'য়তের প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়া আল্লা ও রসুলের প্রিয় পাত্রী হইয়া ইহজগতে ও পরজগতে মর্য্যাদা লাভে সক্ষম হইতে পারেন।

সাধারণতঃ আমরা—আহমদীরা আহমদির সন্তান হিসাবে নিজেকে আহমদী বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি বটে, কিন্তু আহমদীয়তের গুরুত্ব মোটেই ভালরূপ অবগত নহি। যদি সহসা কেহ প্রশ্ন করিয়া বসেন যে বলুন ত 'আহমদী' কাহাকে বলে? তখনই এই চারি অক্ষরের নাম সন্নিবেশিত সম্প্রদায়ের মূল অর্থ বুঝাইতে যাইয়া যে একেবারে বেকুব বনিয়া যাইব ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অর্থাৎ প্রশ্ন কারীর উত্তর সুন্দর ভাবে কোরাণ শরীফের দলিল ও হাদিস দ্বারা মিমাংসা করিয়া দেওয়া আমাদের দ্বারা সম্ভব হয় না। ইসলাম ও আহমদীয়াত সম্বন্ধে ঐসমস্ত যুক্তি ও দলিলাদি শিক্ষা দিয়া আমাদিগকে তবলীগ করার কার্য্যে সাহায্য প্রদান করিবে এই 'লাজনা' ইমাইল্যা কমিটি।

জ্ঞান দুই প্রকার যথা ঃ—বাহ্যিক ও আধ্যাত্মীক। মানুষ সাধনা দ্বারা আত্মার উন্নতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, তাহাকে আধ্যাত্মীক জ্ঞান বলে। এবং কানে শ্রবন করিয়া ও চর্ম্ম চক্ষুদ্বারা অবলোকন করতঃ যে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে তাহাকে বাহ্যিক জ্ঞান বলে। সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে যে অধিকাংশ মানুষ কেতাব আদি পাঠ করিয়া যে জ্ঞান বা শিক্ষা আয়ত্বে আনিতে পারে নাই, এর চেয়ে তাহারা অধিক জ্ঞান লাভ করিয়াছে চোখে দেখিয়া ও কানে শুনিয়া, যেমন রছুল করীম ছাঃএর ছাহাবাগণ; কিন্তু তথাপি লিখা পড়া শিক্ষা করার প্রয়োজনও নিতান্ত কম নহে। সুতরাং কেহ যদি এই কথা মনে করিয়া বসেন যে, চোখে দেখিলে বা কানে শুনিলেই জ্ঞান লাভ করা যাইবে, অনর্থক কঠোর পরিশ্রম ও অযথা অর্থ ব্যয় করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিবার কোন মানে হয় না, তাহা হইলেও মস্ত ভুল হইবে। কেন না লেখা পড়া না শিখিলে জ্ঞান সুপ্রসস্ত সুপ্রসারিত ও সুরক্ষিত হইতে পারে না, এই জন্য রসুল করিম ছাঃ লেখা পড়া শিখিবার দিকে এত জোর দিয়াছেন। অতএব লেখা পড়া শিক্ষা করা প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষের প্রতি কর্ত্তব্য। পরন্তু এই বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা আরও মহৎ মহৎ উদ্দেশ্যও সিদ্ধ করা যায়। শিক্ষিত লোক ঘরের কোণে বসিয়া থাকিয়া সমস্ত জগত পরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং লিখনি চালাইয়া সারা জগতে সত্যের প্রচার করিতে পারেন।

'লাজনা' ইামাইল্যা কমিটিকে কায়েম রাখা ও কলেবর বৃদ্ধি করা প্রত্যেক আঞ্জুমানের অধীনস্থ ভগ্নিগণের দায়ীত্ব বোধের উপর নির্ভর করে। এস্থলে একথাও যেন স্মরণ থাকে যে, আত্ম শুদ্ধি ও ত্যাগ ব্যতীত কোন কার্য্যে সফলতা লাভ করা যায় না, দ্বেষ, হিংসা ও গর্ব্ব সর্ব্বোতভাবে পরিহার করতঃ সাম্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। যেন আমাদের ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের আদর্শ অন্যান্য ভগ্নিদের হৃদয় আলোকপাত করে। স্বার্থপরতা, পাশ্চাত্যনীতি ও আত্মগরিমা কার্য্যের অন্তরায় ও অবনতির কারণ। উপরোক্ত ত্রুটি প্রত্যেক আহমদী নর-নারীর অবিলম্বে পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আহমদী নর-নারী পরস্পর ভাই ভগ্নি স্বরূপ, একথা কেহ যেন ভুলিয়া না যাই।

আশাকরি যে সমস্ত মেম্বার ভগ্নিগণকে লইয়া 'লাজনা কমিটি' গঠিত ও গৌরবান্বিত, সেই সমস্ত ভগ্নিগণ হইতে আমরা ইসলাম ও আহমদীয়তের প্রকৃত পথ প্রদর্শনের বর্ত্তিকা স্বরূপ উজ্জল আলো লাভ করিতে পারিব।

অবশেষে দোয়া করি হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মনের সর্ব্ব প্রকার আবর্জ্জনা ও সংকীর্ণতা দূর করতঃ একতাবদ্ধ ভাবে থাকিয়া দীনের কাজ করিবার তৌফিক দাও! আমিন! ছুম্মা আমিন!

[ ৫ম পৃষ্ঠার পর ]

মাত্রই অবগত আছেন যাহারা ইতিপূর্ব্বে নবুয়তের দাবী করিয়াছে তাহারা 'প্রায় ত্রিশজন'ই ছিল এবং সকলই আঁ হজরত ছাঃএর বিরুদ্ধে দাবী করিয়াছিল, নূতন শরিয়তের দাবী করিয়াছিল, আঁ হজরতের উম্মতি হওয়ার দাবী করে নাই। রসুলে করীম ছাঃ খাতামান্নবীয়ীন অর্থাৎ নবীদের মূহর ছিলেন, তাঁহার মূহর ব্যতীত কেহই নবী হইতে পারে না। আঁ হজরত ছাঃ এই অর্থেই 'লা নবীয়াবাদী' বলিয়াছেন অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে যাইয়া—আমার মূহরের নীচে না আসিয়া কেহই নবী হইতে পারে না। "যতদিন পর্য্যন্ত আল্লার হুকুম না আসিয়া পৌছিবে।" ততদিন কেহই কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

অতএব আলোচ্য হাদীছের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে প্রায় ত্রিশজন দাজ্জাল যে মিথ্যা নবুয়তের দাবী করিবে তাহারা আঁ হজরত ছাঃএর বিরুদ্ধে যাইবে কাজেই তাহাদের দাবী মিথ্যা, এবং আল্লার হুকুম লইয়া ইমাম মাহদী মসীহে মাওউদের আগমণ হইবে তিনি আঁ হজরত ছাঃএর অধিন, ইসলামকেই কায়েম করিবার জন্য আসিবেন। সুতরাং এই হাদীছ দ্বারাও আঁ হজরত ছাঃএর পর আর কখনও কোন নবী কেয়ামত পর্য্যন্ত আসিবে না এই কথা প্রমাণ হয় না। বরং ইহাই প্রমাণ হয় যে ত্রিশজন বা প্রায় ত্রিশ জন মিথ্যা নবুয়তের দাবী কারী আসিলেও সত্য নবুয়তের দাবীকারীও আসিবেন, মিথ্যাবাদী আসিবে বলিলে সত্যবাদি আসিবে না, দাজ্জাল আসিবে বলিলে মসিহ আসিবে না কোন যুক্তি নহে। প্রবাদ আছে—

"প্রত্যেক দাজ্জালের জন্য একজন ঈসা আছে।"

এই রকম আর একটি হাদীছ—

( ৪ )

"আমার 'বাদ' যদি নবী হইত তাহা হইলে উমার ইবনে খাত্তাব নবী হইতেন।'

আঁ হজরত ছাঃএর এই কথা দ্বারাও—আঁ হজরত ছাঃএর পর আর কখনও কোন প্রকারের কোন নবী আসিবে না—কেহ কেহ বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল। কারণ শীয়া সম্প্রদায়ের লোক ব্যতীত সকল মুসলমানই আঁ হজরত ছাঃ এর পর ছিদ্দীকে আকবর হজরত আবুবকর রাঃকে সবচেয়ে বেশী মরতবা শালী মনে করেন, এবং এইজন্য তাঁহাকেই প্রথম খলিফা বরহক নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, এই উম্মতের মধ্যে হজরত আবু বকর ছিদ্দিক রাঃর মরতবা যে সবচেয়ে অধিক ইহাতে আহলে সুন্নত অল জমাতের মধ্যে দ্বিমত নাই। আঁ হজরত ছাঃ নিজেও বলিয়াছেন—

একজন স্ত্রীলোককে বলিয়াছিলেন—"আমাকে যদি না পাও তাহা হইলে আবু বকরের নিকটে আসিও।"

"ইবনে উমর হইতে বর্ণিত হইয়াছে আমরা নবী করিম ছাঃএর জমানায় কাহাকেও আবুবকরের সমান মনে করিতাম না।"

"হজরত উমার রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে আবুবকর আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট এবং রাছুলুল্লাহ ছাঃএর সবচেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন।"

"যে জাতির মধ্যে আবুবকর বিদ্যমান আছেন সেই জাতির মধ্যে আবুবকর ছাড়া আর কেহই ইমামত করিতে পারে না।" —মিশকাত

এই সমস্ত কথা হইতে দেখা যায় যে আঁ হজরত ছাঃ পর হজরত আবুবকর ছিদ্দীক রাঃর মরতবাই সবচেয়ে অধিক এবং ইহা সকল সুন্নি মুসলমানের সর্ব্ববাদি সম্মত মত। অতএব আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে আঁ হজরত ছাঃ আলোচ্য হাদীছে হজরত আবুবকর ছিদ্দীক রাঃর কথা না বলিয়া নবুয়তের বেলায় হজরত উমরের কথা বলিলেন কেন? আঁ হজরত ছাঃ যখন নিজেই বলিয়াছেন যে আবুবকর যে জাতির মধ্যে বিদ্যমান আছে আর কেহ সেই জাতির ইমাম হইতে পারে না, তখন নবী হইতে হইলে উমার হইত এই কথার তাৎপর্য্য কি? একটু তলাইয়া দেখিলে আমাদের জন্য আঁ হজরত ছাঃ এর এই কথার তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন হইবে না।

হজরত উমর রাঃর প্রকৃতির মধ্যে আইন গঠন ও আইন প্রণয়নের উপযোগীতার বৈশিষ্ট ছিল, শরিয়তের কতিপয় আইন হজরত উমর রাঃ পূর্ব্ব প্রকাশিত অভিমতের অনুরূপই নাজিল হইয়াছে। হজরত উমর বলিয়াছেন—

"তিনটি বিষয়ে আমার প্রভু আল্লার মতের সঙ্গে আমার মতের মিল হইয়াছে মকামে ইব্রাহিম সম্বন্ধে, পর্দা সম্বন্ধে এবং বদরের কয়দীদের সম্বন্ধে।"

অতএব আঁ হজরত ছাঃ—"আমার বাদ যদি নবী হইত তাহা হইলে হজরত উমর হইত"—এই কথা এই অর্থেই বলিয়াছিলেন যে আমি ব্যতিরেকে যদি আর কাহারও নবী অর্থাৎ শরিয়ত ওয়ালা নবী হইবার হইত, তাহা হইলে হজরত উমর হইত। এই হাদীছে আঁ হজরত ছাঃ হজরত উমরের প্রকৃতির মধ্যে যে আইন গঠন ও আইন প্রণয়ণের বৈশিষ্ট বিদ্যমান আছে সেই দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন" এই হাদীছটিই অন্য আর এক রেওয়ায়েতে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতেও ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

"আমি যদি প্রেরিত না হইতাম তাহা হইলে হে উমর তুমিই প্রেরিত হইতে।"

অতএব দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি প্রথম রেওয়ায়েতের অর্থ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে,—আঁ হজরত ছাঃ ছাড়া যদি আঁ হজরতের জমানায় আর কেহ শরিয়ত ওয়ালা নবী হইবার হইত, তাহা হইলে হজরত উমর হইতেন। এই হাদীছে 'বাদী' শব্দের অর্থ 'ব্যতিরেকে' বই আর কিছুই নহে।

অতএব আলোচ্য হাদীছের ছহী অর্থ ইহা নহে যে আঁ হজরত ছাঃএর পর তাঁহারই শরীয়তের অধিনে কোন নবী কখনও আসিবে না। এরূপ অর্থ করা মস্ত বড় ভুল!

( ৫ )

বুখারী শরীফের এক বিখ্যাত হাদীছের মর্ম্ম বুঝিতেও অনেকে ভুল করিয়া থাকেন।

"আঁ হজরত ছাঃ বলিয়াছেন আমার ও আমার পরবর্ত্তি অন্যান্য নবীগণের দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন এক ব্যক্তি একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিল এবং খুবই সুন্দর ও সুশ্রী করিয়া নির্ম্মাণ করিল, এক কোন্ দিয়া একটি ইটের যায়গা খালি রাখিল, লোকগণ এই ঘরের চতুঃপার্শ্বে ঘুড়িতে লাগিল, এবং আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে লাগিল, এইখানে কেন ইট রাখা হইল না? হজরত বলিলেন আমিই সেই ইট, আমি খাতামুন্নবীয়ীন।

এই হাদীসে আঁ হজরত ছাঃ তাঁহার ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি নবীগণ দ্বারা যে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং পূর্ব্ববর্ত্তি নবীগণ দ্বারা এই গৃহ নির্ম্মাণের কাজ পূর্ণ হইয়াছিল না, আঁ হজরত ছাঃ এর আগমণে এই গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া বলিয়াছেন, এই গৃহের কথাই আল্লাহতালা কোরাণ শরীফে বলিয়াছেন—

"আজই আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্মকে পূর্ণ করিয়া দিলাম।"

অর্থাৎ আঁ হজরত ছাঃকে পাঠাইয়া শরিয়তে ইসলাম দ্বারাই মানব জাতির ধর্ম্মরূপ গৃহ পূর্ণ করা হইয়াছে। আঁ হজরত ছাঃ আগমণের পূর্ব্বে মানব জাতির ধর্ম্ম অপূর্ণ ছিল। আঁ হজরত ছাঃএর পর এই ধর্ম্মই কেয়ামত পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে আর কোন নূতন ধর্ম্ম আসিবে না, নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নবীও আসিবে না। আঁ হজরত ছাঃ সমস্ত নবীদের মূহর, তাঁহাদ্বারাই অন্যান্য যাবতীয় নবীদের ও তাঁহাদের ধর্ম্মের সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে 'আনা খাতামুন্নবীয়ীন' বলিয়া তিনি এই কথাই বুঝাইয়াছেন। বস্তুতঃ এই হাদীছে রূপকের ব্যবহার করিয়া আঁ হজরত ছাঃ শরিয়তকেই গৃহরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ঘড় যেমন একটা আয়তনকে ঘেরিয়া রাখে শরিয়তও মানুষকে কতগুলি নিয়ম ও কানুনের আয়তনের মধ্যে ঘেরিয়া রাখে। ঘরের আয়তনের বাহিরে থাকা যেমন নিরাপদ নহে ধর্ম্মের আয়তনের বাহিরে থাকাও আধ্যাত্মিক দিক দিয়া নিরাপদ নহে। ধর্ম্মের আয়তনের বাহিরে থাকিলে মানুষের মানবতা ধ্বংস হইয়া যায়, মানুষ ইতর জীব জন্তুতে পরিণত হয়। অতএব আলোচ্য হাদীছে আঁ হজরত ছাঃ দ্বারা যে আল্লাহ তায়ালা শরিয়তকে পূর্ণ করিয়াছেন এবং তিনিই শেষ পূর্ণ শরিয়ত আনয়ণকারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী, ইহাই বর্ণনা করা হইয়াছে। আঁ হজরত ছাঃএর পর আর কোন নবী কখনও আঁ হজরত ছাঃ এবং তাঁহার শরিয়তের অধিনে আসিবে না, এই কথা বলা হয় নাই।

আর একটি হাদীছ

৬। "আঁ হজরত ছাঃ বলিয়াছেন আমার পাঁচটি নাম আছে, আমি মোহাম্মদ আমি আহমদ আমি মাহী অর্থাৎ আমাদ্বারা আল্লাহতালা কুফরকে মিটাইবেন, আমি হাসের অর্থাৎ আমার পদক্ষেপের মধ্যে আল্লাহতালা মানুষকে একত্র করিবেন, আমি পিছনে আগমণকারী নবী।"

এই হাদীছে মাত্র এই কথাই বলা হইয়াছে যে আঁ হজরত ছাঃ বহু নবীর পিছনে আসিয়াছেন, অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বেও বহু নবী আসিয়াছিল। এই হাদীছে এই কথা বলা হয় নাই যে আঁ হজরত ছাঃ এর পর আর কোন নবী আসিবে না। মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যায় ইবনুল আরবীয় কথা "আল আকেবু" অর্থ লিখিত আছে "আল আকেবু"র অর্থ "যিনি ভাল কাজে পূর্ব্ববর্ত্তীগণের স্থলাভিষিক্ত হন।" —মিরকাত সরেহ মিশকাত ৩৭৬ পৃঃ

"আকেব যিনি ভাল কাজে পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের সমস্ত খুবী নিয়া (গুণ) আসিয়াছেন। এই অর্থ ব্যতিরেকে এই হাদীছে আলোচ্য আকেব শব্দের আর কোন অর্থই হইতে পারে না। অতএব আলোচ্য হাদীছ দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয় না যে আঁ হজরত ছাঃএর পর আর কখনও কোন নবী আসিবে না। এই হাদীছে কোন কোন রাবী আল আকেবু শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'আকেব' অর্থ তাঁহার পর আর কোন নবী নাই, ইহা আঁ হজরত ছাঃ এর কথা নয় বরং রাবীর প্রাক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হাদীছের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শামায়েলে তিরমিযি কিতাবে এই হাদীছের মধ্যবর্ত্তী লাইনে লিখা আছে—ইহা জোহেরীর কথা।

আরও একটি হাদীছ

৭। "আমি মোহাম্মদ আমি আহমদ আমি মুকাফ্ফী এবং হাসের এবং তৌবার নবী ও রহমতের নবী।" এই হাদীছে মুকাফ্ফী শব্দ দ্বারা কেহ কেহ এই কথা বুঝাইতে চান যে আঁ হজরত ছাঃ সকলের শেষ নবী। অথচ মুকাফ্ফী শব্দের অর্থ শেষ নহে। কোরাণ শরীফে আসিয়াছে "এবং আমরা তাহার পরে কতিপয় রসুলকে অনুবর্ত্তি করিয়াছিলাম (কাফ্ফায়না)।"

এই আয়াত দ্বারা দেখা যায় যে মুকাফ্ফী শব্দের অর্থ যিনি অন্যকে নিজের অনুবর্ত্তি করে। অতএব আঁ হজরত ছাঃ আঃ মুকাফ্ফী ছিলেন; এই কথার অর্থ তিনি এমন একজন রসুল ছিলেন যে অন্য রসুল তাহার অনুবর্ত্তি হইবেন! উপরোক্ত আয়াতে যে মর্ম্ম—হজরত মুছা আঃএর অনুবর্ত্তি করিয়া অন্যান্য রসুলগণকে আল্লাহতালা পাইয়াছিলেন এই রকম এই হাদীছে আঁ হজরত ছাঃ বলিয়াছেন যে আমিও মুকাফ্ফী অর্থাৎ আমারও অনুবর্ত্তি হইবেন অন্যান্য রসুল।

সুতরাং এই হাদীছ দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হয় যে আঁ হজরত ছাঃএর অনুবর্ত্তি রসুল আগমণ করিবেন। কিন্তু ইহা প্রতিপন্ন হয় না যে আঁ হজরত ছাঃএর পর কোন নবী কখনও আসিবে না।

---

[ সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। কেহ ইচ্ছা করিলে পাক্ষীক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন ]

Printed at the AHMADI PRESS and Published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca. Editor, G. S. Khadim, B. L.